স্ক্রীণ ক্লাসিক্স-এর
যৌতুক

স্ক্রীণক্লাসিকস্-এর দ্বিতীয় নিবেদন

সুমিত্রা দেবী - উত্তম কুমার রূপায়িত

যৌতুক

প্রযোজনা : শচীন্দ্র নাথ বারিক

পরিচালনা : জীবন গঙ্গোপাধ্যায়   সঙ্গীত : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

মূল কাহিনী	চিত্রনাট্য	গীতিকার	চিত্রশিল্পী
উপেন গঙ্গোপাধ্যায়	বিমল মিত্র	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	দীনেন গুপ্ত

সম্পাদনা	শিল্পনির্দ্দেশ	শব্দযন্ত্রী
রমেশ যোশী	সুনীতি মিত্র	অতুল চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতগ্রহণ		আবাহ সঙ্গীতগ্রহণ	
মিনু কারটাক,	ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরীজ, বম্বে	কৌশিক,	মেহবুব ষ্টুডিও, বম্বে

কর্ম্মসচিব	রূপসজ্জা	পটশিল্পী	মঞ্চনির্ম্মাণ
কৈলাস বাগচী	মদন পাঠক	কবি দাশগুপ্ত	কমল দাস

পরিচয় লিখন	তত্বাবধান	স্থিরচিত্র
অবনীন্দ্র নাথ ঘোষ	দোলকেষ্ট বোস, রমেন বিশ্বাস	এডনা লরেঞ্জ

পুনঃ শব্দানুলেখন		প্রচার সচিব
সত্যেন চট্টোপাধ্যায়,	ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ	শচীন সিংহ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—পিল্‌ভিট রাজ্যের মহারাজ (নৈনীতাল)। গেষ্টকিণ উলিয়ামস লিঃ।
শ্রীগোবিন্দ রায়। শ্রীসুধীন্দ্র রায় (বেহালা)। শ্রীদিলীপ সরকার

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে মিচেল ক্যামেরা ও ষ্টানমিল হফ্‌মান শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥
॥ আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ-এ মুদ্রিত ॥

কণ্ঠ সঙ্গীতে : হেমন্ত কুমার, লতা মুঙ্গেশকর, গীতা দত্ত (রায়)

॥ অন্যান্য চরিত্রে ॥

কমল মিত্র, জীবেন বসু, মলিনা দেবী, শীলা পাল, তুলসী চক্র, শিশির বটব্যাল, কালী সরকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, শান্তি ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথ মহান্ত ও আরো অনেকে

॥ সহকারী বৃন্দ ॥

পরিচালনায় : অসীম রায় চৌধুরী, প্রণব কুমার বসু ॥ চিত্রশিল্পে : সুনীল চক্রবর্ত্তী শব্দযন্ত্রে : সুজিৎ সরকার ॥ সম্পাদনায় : রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : প্রসাদ মিত্র ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুধীর রায় ॥ সাজসজ্জায় : যতীন কুণ্ডু ॥ রূপসজ্জায় : শম্ভু দাস, সুরেন মাকাল ॥ আলোক সম্পাতে : কেনারাম হালদার, কেষ্ট দাস, রামখিলন, কালীচরণ, মঙ্গল সিং, জগত ভকত, মনি সর্দ্দার, গোপাল হালদার, যুগারাম ॥

॥ বৈদ্যনাথ-পরেশনাথ রিলিজ ॥ পরিবেশনায় : মুভিমায়া প্রাইভেট্ লিমিটেড

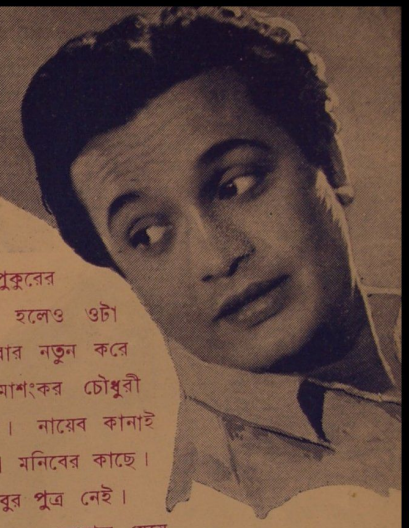

কাহিনী

পলাশ ডাঙ্গার জমিদার চৌধুরীদের পুকুরের দক্ষিণদিকের দেড়বিঘে জমিটা সামান্য হলেও ওটা নিয়েই প্রতিবেশী বীরেন চাটুজ্জে আবার নতুন করে গণ্ডগোল সুরু করলো। জমিদার উমাশংকর চৌধুরী ছিলেন নৈনিতালে স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে। নায়েব কানাই ঘোষাল একদিন এসে হাজির হলো মনিবের কাছে। সব জানালো সে। উমাশংকরবাবুর পুত্র নেই। তিনি সব শুনে বিচলিত হলেন। একমাত্র মেয়ে সুধীরা কানাই ঘোষাল ও পিতার কথাবার্ত্তা শুনে বললে যে সে নিজেই যাবে পলাশ ডাঙায়। উমাশংকর বাবু কন্যাকে নিজের মনের মতো করেই মানুষ করেছিলেন। তাঁর রক্ষণশীল মন মেয়ের স্বাধীন ইচ্ছাকে কখনও বাধা দেয়নি। আজও যখন সুধীরা বললে যে, সে কিছুতেই ওই দেড়বিঘে জমি বীরেন চাটুজ্জেকে দখল করতে দেবে না, উমাশংকর বাবু কিন্তু কোন বাধাই দিলেন না।

পলাশ ডাঙ্গায় আসবার পথে গভীর রাত্রে, জনহীন প্রান্তরে যখন রাখালের গাড়িটা বিকল হলে গেল তখন কেউ তাদের সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলো না। কিন্তু এক সময় একখানা দামী গাড়ি করে একটি

সুদৃশ্য যুবক সত্যিই সাহায্যের জন্যে এসে দাঁড়ালো। রাখাল এ সুযোগ ছাড়তে রাজী নয়। যুবকটি স্মিত হাস্যে সুধীরাকেও আহ্বান করলে। সুধীরা ও রাখাল গাড়িতে গিয়ে উঠলো। কেউ জানতেও পারলো না, যে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযান সেই শত্রু বীরেন চাটুজ্জেই এই গভীর রাত্রে জনহীন পথে আজ সাহায্যের জন্যে এসে দাঁড়িয়েছি।

কিন্তু এই অপরিচয়ের আবরণ বেশী দিন রইলো না। যে যুবকটিকে ঘিরে তার মন অন্তরের নিভৃত কোনে নতুন ভাষা খুঁজে পেয়েছে সেই আজ যখন শত্রুরূপে তার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠলো তখন তার মনে অভিমান ও ক্ষোভের আর অন্ত রইলো না। একদিকে চৌধুরী বংশের সম্মান ও অপরদিকে পিতার নিকট স্বীকৃতি এই দু'য়ের সমন্বয়ে বাগ্দীপাড়ার লাঠিয়ালদের ডেকে জমি দখলের চরম আদেশ দিল সে।

একদিন রাতের গভীর অন্ধকারে বীরেনের বৃদ্ধ চাকর খুন হয়ে গেল। আঘাতটা সুধীরার ওপর এলো প্রচণ্ড ভাবে। অন্তরের গভীর দ্বন্দে, গণেশের প্রাণের বিনিময়ে আজ যেন বীরেনের প্রাণের মূল্যটাই তার কাছে বড় হয়ে দাঁড়ালো। পরদিন ঝড়ের রাতে, বিক্ষুব্ধ আকাশের নিচে সুধীরা দেখতে পেলো বীরেনকে। বীরেন জমির ওপর একাকী দাঁড়িয়ে। সে নিজেকে কালো চাদরে আবৃত করে একাকী বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে। আজ সুধীরার কোন সঙ্কোচ নেই, ভয় নেই, বীরেনকে বাঁচাতে হবে। এ যেন বিপদ সঙ্কুল পথে কম্পিত বক্ষে প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের বহু আকাঙ্খিত অভিসার।

বীরেন চমকে উঠলো সুধীরাকে দেখে। সুধীরা বীরেনের হাত দুটো চেপে ধরলো—বললে, "আপনি এখান থেকে চলে যান, বিশ্বাস করুন এ জমি আমি দখল করবো না—আমার কথা রাখুন।" বীরেন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকালো সুধীরার দিকে—বললে "কথা রাখবো! কেন?" সুধীরা মুখ তুলে বীরেনের দিকে তাকালো। তারপর আবেগ ভরে বললে—"আমার মুখ চেয়ে।" বীরনে সোজা তাকালো সুধীরার দিকে। সুধীরার চোখে জল। বীরেন আজ নিজেরই প্রাণের সাড়া খুঁজে পেলো সধীরার সজল আঁখিতে। সে বিশ্বাস করলো সুধীরাকে। তারপর.....

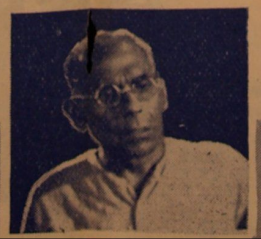

সঙ্গীত

॥ এক ॥

এই যে পথের এই দেখা
হয়তো পথেই শেষ হবে,
তবুও হৃদয় মোর বলে
সঞ্চয়ে কিছু যেন রবে।
ক্ষণিকের এই জানাশোনা,
স্মরণে করে যে আনাগোনা
তারই সুরে বাজে যেন বাঁশি
মরমের শত অনুভবে।
তবুও হৃদয় মোর ভাবে
এ পথ কোথায় নিয়ে যাবে
আঁধারে হারাই পাছে দিশা।
তাই তারার প্রদীপ জ্বলে নেভে।

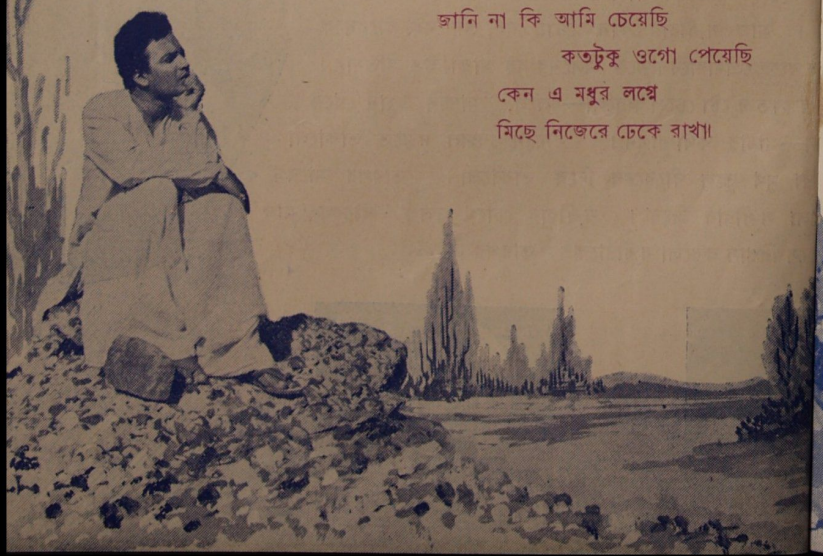

॥ দুই ॥

এই মন বিহঙ্গ ঐ সুদূর দিগন্তে
আজ মেলে দিল পাখা
বহিয়া ফুলের গন্ধ বাতাস ছড়ায় ছন্দ
সে যে দোলায় বকুল শাখা
পাখীরা কাকলি ছড়ায়ে দিল এ হৃদয় ভারায়ে
না জানি এ কোন স্বপ্ন
আমার আঁখিতে আছে আঁকা
এল কি বসন্ত আমার ভুবন মাঝে
একি অনুরাগে এই পরানে বাঁশরী বাজে।
জানি না কি আমি চেয়েছি
কতটুকু ওগো পেয়েছি
কেন এ মধুর লগ্নে
মিছে নিজেরে ঢেকে রাখা।

॥ গান ৩ ॥

আহা রং ধরেছে ফুলে ফুলে মৌমাছিরা দলে দলে
গানে গানে কথা কয় রে,
আমায় ডাক দিয়েছে আমার মন নিয়েছে
শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় রে
ঐ যে পাখীর গীতালি আজ এই ফাগুনে
আমার এই প্রাণেতেই যেন জাগায় মধুর মিতালী
মন আমার ঘরে কি আর রয় ওগো রয়।
মেঘের ফাঁকে রোদের লুকোচুরি
হল লাভে রাঙ্গা ঐ পলাশ কুঁড়ি
ঐ যে বাতাস খেয়ালী হায় বুঝি না ও,
আমার কানে কানে আমায় কি যে বলে হেঁয়ালী
আজ আমি আমারই যে নয় ওগো নয়

॥ গান ৪ ॥

মনের কথাটি ওগো বলিতে পারিনি মুখে
দ্বারে এসে ফিরে গেলে তাই,
তোমারই আঁখির ছায়া এ আঁখিতে ছিল আঁকা
দেখে তবু সে ত দেখ নাই।
যে নদী গভীর হয় ঢেউ তাতে নাহি রয়
তাই মোরে চিনিলেনা বুকে একি ব্যথা পাই।
এই প্রাণে কেঁদে মরে না বলা সে কথা
শুধু তীর বেঁধা পাখী জানে মোর আকুলতা॥
ভেবেছিনু যারে ফুল কাঁটাতে সে হল ভুল
ঝড়ের হাওয়াতে মোর দীপ বলে নিভে যাই॥

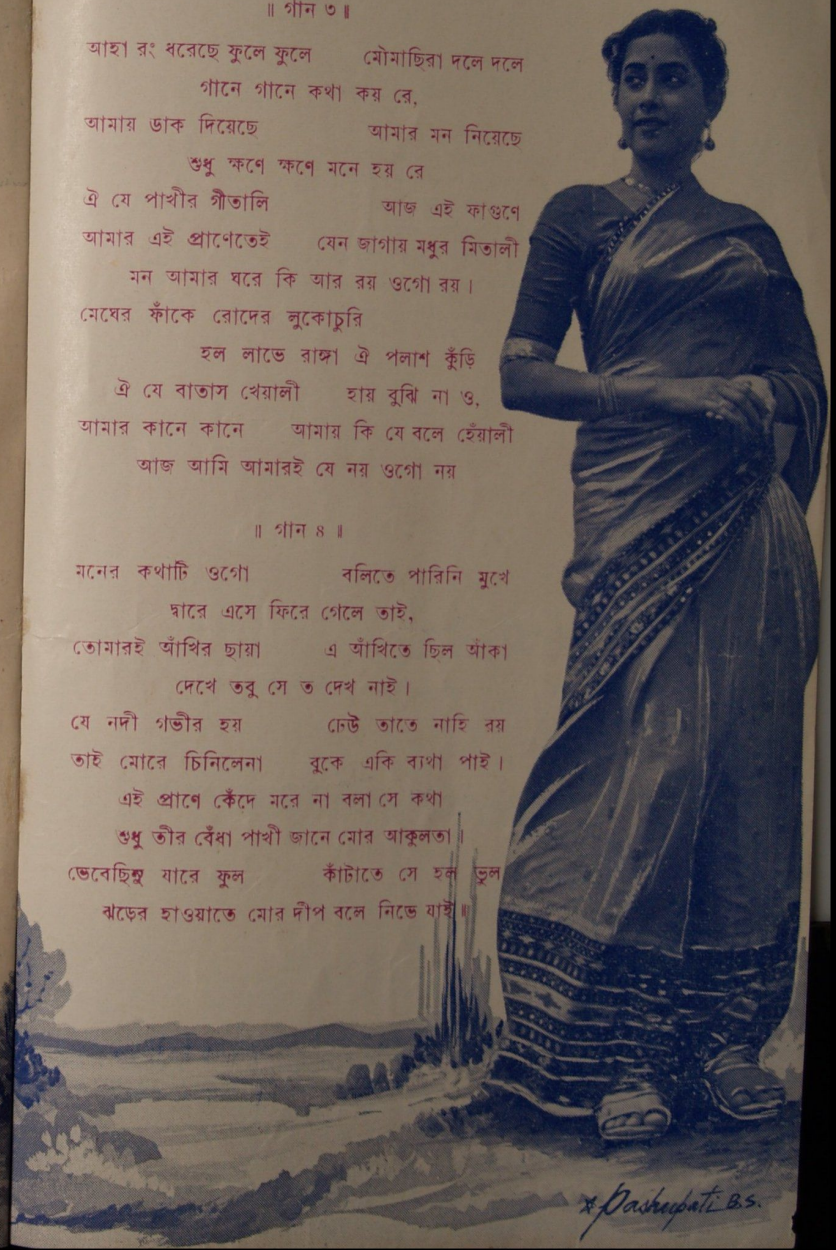

স্ক্রীণ ক্লাসিক্‌স-এর প্রচার সচিব শচীন সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং
ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত